দর্শনা কেরুজ টেনিং কমপ্লেক্স সিডিএ ও সিআইসিদের প্রশিক্ষণ

দর্শনা কেরুজ টেনিং কমপ্লেক্সে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে আখচাষ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গুণগত মানসম্পন্ন আখ সরবরাহের লক্ষ্যে সিডিএ ও সিআইসিদের সাথে ২০২৬ প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।২৭ অক্টোবর (মঙ্গলবার) দুপুর ১২ টার দিকে দর্শনা কেরুজ কেরুজ টেনিং কমপ্লেক্স ভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সিডিএ সিআইসি প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠানে দর্শনা কেরুর মহাব্যবস্থাপক জিএম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়ার সভাপতিত্বেম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান। এ সময় তিনি বলেন,আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যেমে আখের একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের নির্দেশনায় আখ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে চিনিকলটি।

এরই ধারাবাহিকতায় প্লান্টার মেশিন দিয়ে আখ চাষের পাশাপাশি রিং পিট পদ্ধতিতে আখ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সনাতন পদ্ধতিতে আখ চাষে যে উৎপাদন হয় তার চেয়ে অধিক ফলন হবে বলে মনে করছি। শুধু ফলনই না শ্রমিক খারচও সাশ্রয় হবে। চিনি শিল্পকে টিকিয়ে রাখতেই রোপণ ও কর্তন যান্ত্রিকীকরণ করা হচ্ছে। যাতে ফলন বৃদ্ধি পায়। আখের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে এরই মধ্যে আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। যাতে করে চাষিরা আখ চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন,মহাব্যবস্থাপক অর্থ আব্দুছ সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক জিএম ডিষ্টিলারী রাজিবুল হাসান, মহাব্যবস্থাপক এ ডিএম মির্জা গালিব,মহাব্যবস্থাপক কৃষি দেলোয়ার হোসেন,মহাব্যবস্থাপক ডিজিএম সম্প্রসারণ মাহাবুবুর রহমান, বাণিজ্যিক খামার ইনচার্জ সুমন কুমার সাহাসহ বিভিন্ন ইউনিটের সিডিএ ও সিআইসি উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা কেরুতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

দেশব্যাপী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন জিয়া পরিষদের উদ্যোগে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২৬ জুলাই) সকাল ১০টায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যাচেলর ভবনের সামনের মাঠে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বেশি বেশি গাছ লাগানোর বিকল্প নেই। গাছ আমাদের অক্সিজেন, ফল, কাঠ, ওষুধ ও খাদ্যসহ নানাভাবে উপকার করে। তাই প্রত্যেকের উচিত বাড়ির আঙিনা, ছাদ ও পতিত জমিতে অন্তত একটি করে গাছ রোপণ করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিএম (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, জিএম (অর্থ) মোহাম্মদ আব্দুছ ছাত্তার, জিএম (কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, জিএম (ডিস্টিলারি) রাজিবুল হাসান, জিএম (প্রশাসন) আল ফারুক ওমর শরীফ গালিব, ডিএজিএম (সম্প্রসারণ) মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপক (ফার্ম) সুমন কুমার সাহা, ডিএজিএম (এসআই ও এগ্রো) দেলোয়ার হোসেন, ডিহি ফার্ম ইনচার্জ ইমদাদুল হক, বিভিন্ন সাব-জোনের প্রধানসহ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানান।

দর্শনা কেরু চিনিকলের

অভ্যন্তরীণ সড়কগুলো খানা- খন্দে পরিণত

দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের অভ্যন্তরীণ সড়কগুলো বর্তমানে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। সড়কজুড়ে পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় খানাখন্দ সৃষ্টি হওয়ায় শ্রমিক, কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়ক থেকে কেরু চিনিকলের প্রধান গেট হয়ে ২ নম্বর বাংলো, মেইন গেট থেকে হাসপাতাল সড়ক, জেনারেল অফিসের সামনে থেকে বাজার মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব লোহার গেট এবং ক্লাব সংলগ্ন সড়কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় একই অবস্থা দেখা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিটি সড়কে পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। এতে চিনিকলের ভেতরে চলাচলকারী ট্রাক্টর, ট্রাক, জিপসহ বাইরের থেকে চিনি নিতে আসা যানবাহনগুলো ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে।

আগামী আখ মাড়াই মৌসুম শুরুর আগেই সড়কগুলো জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক ও স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, “বিষয়টি দর্শনা পৌরসভাকে জানানো হবে। পাশাপাশি আমরা দ্রুত সড়কগুলো সংস্কারের চেষ্টা করবো।”

কেরুর পণ্যবোঝাই ট্রাকে ডাকাতি, দেড় লাখ টাকার মালামাল লুট

ঢাকা থেকে ফেরার পথে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ভিনেগার বোঝাই একটি পণ্যবাহী ট্রাকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

এসময় ট্রাকচালকসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও মূল্যবান মালামালসহ প্রায় দেড় লাখ টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় সংঘবদ্ধ ডাকাতদল। এ ঘটনায় ট্রাকচালক বাবুল আক্তার সামান্য আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৪ মে) রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ঢাকা ওয়্যারহাউস থেকে ফেরার পথে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার হাসাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির চুয়াডাঙ্গা-উ-১১-০০১৮ নম্বরের পণ্যবোঝাই ট্রাকটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে একটি প্রাইভেটকার দিয়ে ট্রাকটির গতিরোধ করা হয়। পরে সংঘবদ্ধ ডাকাতদল ট্রাকচালক বাবুল আক্তার, ইসমাইল, জেলহক, জুলহাস ও আবুল কালামসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে।

এসময় ডাকাতরা তাদের কাছে থাকা নগদ ৩০ হাজার টাকা, চারটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, একটি স্বর্ণের আংটি ও গাড়ির চাবিসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। পরে ডাকাতদল নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর ৯৯৯ নম্বরে ফোন করা হলে শ্রীনগর হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে এবং লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারের আশ্বাস দেয়।

এ বিষয়ে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান প্রথমে জানান, বিষয়টি তাকে কেউ অবহিত করেনি। পরে খোঁজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, “আমাদের কেরু অ্যান্ড কোম্পানির একটি ট্রাক ঢাকা থেকে ফেরার পথে ডাকাতির কবলে পড়েছে। তবে কোনো শ্রমিক গুরুতর আহত হয়নি।”

দর্শনার ৩৬ বোতল কেরু বাংলা

মদসহ একজন আটক

দর্শনার কেরুর ৩৬ বোতল বাংলা মদসহ একজনকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত চান্দু মণ্ডল (৪০) চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়াড় দক্ষিণপাড়ার মৃত শুকুর আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, বুধবার সকালে দর্শনা থেকে কেরুর বাংলা মদ নিয়ে চুয়াডাঙ্গার দিকে আসছিল চান্দু মণ্ডল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৩৬ বোতল বাংলা মদসহ তাকে আটক করা হয়।

গতকালই তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সদস্য ইসমাইল হোসেন আর নেই

দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও সমন্বয়ক হাবিবুর রহমানের বড় ভাই ইসমাইল হোসেন (৭২) আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় তিনি যশোর সিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মাথাব্যথাজনিত রোগে ভুগছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মরহুম ইসমাইল হোসেন দর্শনা উপজেলার পরাণপুর গ্রামের মৃত আব্দুল ওহাব মণ্ডলের বড় ছেলে এবং কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দুইবারের নির্বাচিত সাবেক সদস্য ছিলেন।

গতকাল রবিবার সকাল ১১টায় দর্শনা পরাণ স্কুল মাঠে তাঁর জানাজা

নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে পরাণপুর গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। জানাজা নামাজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, আমাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মরহুমের জন্য দোয়া করা এবং আল্লাহর কাছে তাঁর মাগফিরাত কামনা করা। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান ও তৈয়ব আলী, দর্শনা বিএনপির সমন্বয়ক কমিটির সদস্য ও দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, বিএনপি নেতা প্রভাষক মশিউর রহমান, শরীফ উদ্দিন, লুৎফর রহমান, সাবেক নতিপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনির হোসেন, সাবেক পৌর ছাত্রদল নেতা ইকবাল হোসেনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।

এছাড়াও আত্মীয়স্বজনসহ শত শত মানুষ জানাজায় অংশ নেন। মরহুমকে একনজর দেখতে তাঁর বাড়িতে ভিড় করেন এলাকাবাসী।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৩য় দিনের আন্দোলনে দর্শনা কেরুজ শ্রমিকদের ৯ ঘন্টা অবরুদ্ধ

দর্শনা কেরুজে টানা তৃতীয় দিনের আন্দোলনে শ্রমিকরা ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানসহ ব্যবস্থাপনা পর্ষদের কর্তাদের ৯ ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ করে রাখে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত শ্রমিকরা এমডি রাব্বিক হাসানসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের অফিসে আটকে রাখে। পরে সেনাবাহিনী ও দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদের সহায়তায় তারা অফিস ত্যাগ করেন।

এ সময় এমডি রাব্বিক হাসান বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি, তবে আগামী রবিবার সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে বলে তিনি শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেন। ঘটনার পর কেরু ক্যাম্পাস এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। এটি আমাদের যৌক্তিক দাবি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এমডি রাব্বিক হাসান হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় মানছেন না এবং নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছেন।

দেশের ঐতিহ্যবাহী চিনিকল দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ থাকা শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের দাবিতে শ্রমিকরা লাগাতার বিক্ষোভ, সমাবেশ, অবরোধ ও অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছরের ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন একজন শ্রমিক নেতার বদলিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে ১১ মার্চ নির্বাহী আদেশে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে শ্রমিকপক্ষ হাইকোর্টে রিট করেন এবং আদালত নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন। শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও কয়েক দফা কেরু পরিদর্শন করে নির্বাচন উপযোগী পরিবেশ আছে বলে মত দেন।

তবুও প্রায় এক বছর নির্বাচন না হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং গত কয়েকদিন ধরে তারা ধারাবাহিক আন্দোলনে নেমেছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তারা এমডিকে অবরুদ্ধ করে রাখে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এমডি রাব্বিক হাসান বলেন, নির্বাচন বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নেব না। সদর দপ্তরকে অবহিত করেছি, তারা যা সিদ্ধান্ত দেবে আমি তা অনুসরণ করব।

আন্দোলনে অংশ নেন সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমানসহ ২-৩ শ’ নেতা-কর্মী।

[redacted]

[redacted]

এরপরপরই তৈয়ব আলী ও পিন্স সংগঠনের শ্রমিকদের নিয়ে কেরুজ জেনারেল অফিসের সামনে বসে পড়ে অবস্থান নেয়। এবং নির্বাচনের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। এমডির কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দেও।নির্বাচন না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

গত সোমবার রাত থেকেই কেরু ক্যাম্পাসজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া এবং নেতৃত্ব সংকটের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়।

বর্তমানে কেরু ক্যাম্পাস এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় রক্তক্ষয়ীর সংঘর্ষ ঘটতে পারে। এ ঘটনায় দর্শনা কেরুজ ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, আমি সব কিছু সদর দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছি। তারা সিদ্ধান্ত দিলে আমি আন্দোলনকৃত শ্রমিকদের জানাবো। এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সুলতান মাহমুদ বলেন, আমরা সব সময় আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যা যা দরকার আমরা তাই করবো।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আগামী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের দাবি না মানলে আবার সকাল ১০ টা থেকে লাগাতার কর্মসূচী দেওয়া হবে।

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশের ঐতিহ্যবাহী চিনিকল দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানি’র প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ থাকা শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবরোধ এবং অবস্থান ধর্মঘট চলছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭ টা থেকে চলমান এসকল কর্মসূচির মধ্যে বেলা ১০ টা থেকে মিলের জেনারেল অফিসের সামনে কয়েক’শ শ্রমিক অবস্থান নিয়ে চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক

[redacted]

[redacted]